

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক: শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

49985 - ফরয রোযার কাযা পালনকালে রোযা ভঙ্গে ফেলোর হুকুম

প্রশ্ন

ফরয রোযার কাযা পালনকালে রোযা ভঙ্গে ফেলোর হুকুম?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

যে ব্যক্তি কোন ফরয রোযা পালন করা শুরু করেছে, যমেন রমযানরে কাযা রোযা কথিবা শপথ ভঙ্গে কাফ্ফারার রোযা তার জন্য কোন ওজর ছাড়া (যমেন- রোগ ও সফর) উক্ত রোযা ভঙ্গে ফেলো জায়যে নয়।

যদি কটে ওজররে কারণে কথিবা ওজর ছাড়া রোযা ভঙ্গে ফেলে তাহলে তার উপর ঐ দিনরে বদলে অন্য একদিন রোযা কাযা পালন করা ফরয। তাকে কোন কাফ্ফারা দিতে হবে না। কেননা কাফ্ফারা ফরয হয় শুধুমাত্র রমযান মাসরে দিনরে বেলোয় সহবাস করার কারণে।

যদি সে ব্যক্তি কোন ওজর ছাড়া রোযাটি ভঙ্গে ফেলে তাহলে তার উপর এ গুনাহর কাজ থেকে তওবা করা আবশ্যিক।

ইবনে কুদামা (৪/৪১২) বলেন:

যে ব্যক্তি কোন ফরয রোযা শুরু করেছে, যমেন- রমযানরে কাযা রোযা বা মানতরে রোযা বা কাফ্ফারার রোযা তার জন্য এর থেকে বেরিয়ে যাওয়া জায়যে নয়। আলহামদু লিল্লাহ; এ ব্যাপারে কোন মতভেদে নাই।[সংক্ষিপ্ত ও সমাপ্ত]

ইমাম নববী 'আল-মাজমু' গ্রন্থে (৬/৩৮৩) বলেন:

কটে যদি রমযান ব্যতীত অন্য কোন রোযা পালনকালে সহবাসে লিপ্ত হয়; যমেন- রমযানরে কাযা রোযা বা মানতরে রোযা কথিবা অন্য কোন রোযা সক্ষেত্রে কাফ্ফারা দিতে হবে না। এটি সিংখ্যা গরমিষ্ঠ আলমেরে অভিমিত। কাতাদা বলেন: রমযানরে কাযা রোযা নষ্ট করার কারণে তার উপর কাফ্ফারা আবশ্যিক হবে।[সমাপ্ত]

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

[দেখুন: আল-মুগনি (৪/৩৭৮)]

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে একবার জিজ্ঞাসে করা হয়:

"একবার আমি রমযানরে কাযা রোযা পালন করছিলাম। জোহররে পরে আমার ক্ষুধা লগে গলে বধিয় আমি ইচ্ছাকৃতভাবে পানাহার করে ফলেলাম; ভুলে নয়, অজ্ঞেতাবশতঃ নয়। আমার এ কর্মরে হুকুম কী?

জবাবে তিনি বলেন:

আপনার কর্তব্য ছিল রোযা পূরণ করা। ফরয রোযা (যমেন- রমযানরে কাযা রোযা, মানতরে রোযা) ভঙ্গে ফলো জায়যে নই। এখন আপনার কর্তব্য হচ্ছে-আপনি যা করছেন এর থেকে তওবা করা। যে ব্যক্তি তওবা করে আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন।"[মাজমুউল ফাতাওয়া (১৫/৩৫৫) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) জিজ্ঞাসে করা হয় (২০/৪৫১):

"ইতপূর্বরে বছরগুলোতে আমি কাযা রোযা আদায়কালে ইচ্ছাকৃতভাবে রোযা ভঙ্গে ফলেছি। পরবর্তীতে ঐ দিনরে বদলে অন্য একদিন রোযা রেখেছি। আমি জানি না এভাবে একদিন রোযা রাখার মাধ্যমে কাযা পালন হয়েছে; নাকি আমাকে লাগাতার দুইমাস রোযা রাখতে হবে? আমার উপরে কি কাফ্ফারা আবশ্যক? দয়া করে জানাবেন।

জবাবে তিনি বলেন:

কোন মানুষ যদি ফরয রোযা রাখা শুরু করেছে যমেন রমযানরে কাযা রোযা, শপথ ভঙ্গরে কাফ্ফারার রোযা, হজ্জরে মধ্য ইহরাম থেকে হালাল হওয়ার আগে মাথা মুণ্ডন করে ফলোর ফদিয়াস্বরূপ কাফ্ফারার রোযা ইত্যাদি; তার জন্য কোন শরয়ি ওজর ছাড়া রোযা ভঙ্গে ফলো জায়যে নয়। তমেনভাবে কেউ যদি কোন ফরয আমল শুরু করে তাহলে সে আমল শেষে করা তার উপর আবশ্যক। আমলটি কর্তন করাকে বধৈকারী কোন শরয়ি ওজর ছাড়া সে আমল ছড়ে দয়ো জায়যে নয়। এই নারী যিনি কাযা রোযা পালন করা শুরু করেছিলেন, এরপর কোন ওজর ছাড়া রোযাটি ভঙ্গে ফলেছেন এবং অন্যদিন রোযাটির কাযা পালন করেছেন তার উপর কোন কিছু আবশ্যক নয়। কেননা কাযা শুধু একদিনরে বদলে একদিন হয়ে থাকে। কনিতু, তার কর্তব্য হচ্ছে-বনি ওজরে ফরয রোযা ভঙ্গ করার কারণে তওবা করা এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করা।"[সমাপ্ত]